بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৭ জুলাই, ২০১৮ মোতাবেক ২৭ ওফা, ১৩৯৭ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

সাহাবীদের স্মৃতিচারণের ধারাবাহিকতায় আজ আমি দু'জন সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব। প্রথমজন হলেন, হযরত মুনযের বিন মুহাম্মদ আনসারী (রা.)।

হযরত মুনযের বিন মুহাম্মদ (রা.) বনু জাহজাবা গোত্রের সদস্য ছিলেন। মদীনায় আগমনের পর মহানবী (সা.) হযরত মুনযের বিন মুহাম্মদ (রা.) এবং হযরত তোফায়েল বিন হারেস (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ২৪৮ মুনযের বিন মুহাম্মদ (রা.), বৈরুতের দ্বার এহ্ইয়াউত্ তারাসিল আরাবী হতে ১৯৯৬ সনে মুদ্রিত}**

হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.), হযরত হাতেব বিন আবী বালতাআহ্ এবং হযরত আবু সাবরাহ্ বিন আবী রুহ্ম যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন তখন তারা হযরত মুনযের বিন মুহাম্মদের বাড়িতে অবস্থান করেন। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৫৫ যুবায়ের বিন আল্ আওয়াম (রা.), পৃ: ৬১ হাতেব বিন আবী বালতাআহ্, পৃ: ২১৫ আবু সাবরাহ্ বিন আবী রুহ্ম, বৈরুতের দ্বার এহ্ইয়াউত্ তারাসিল আরাবী হতে ১৯৯৬ সনে মুদ্রিত}**

হযরত মুনযের (রা.) বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আর বি'রে মাঊনার ঘটনায় শহীদ হন। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ২৪৮ মুনযের বিন মুহাম্মদ (রা.), বৈরুতের দ্বার এহ্ইয়াউত্ তারাসিল আরাবী হতে ১৯৯৬ সনে মুদ্রিত}**

ইতিপূর্বে সাহাবীদের বিভিন্ন ঘটনার সময়ও দু'এক স্থানে বি'রে মাঊনার উল্লেখ হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে পুনরায় সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। হযরত মুনযের (রা.)'র শাহাদতের যে বিশদ বিবরণ **"সীরাত খাতামান্ নবীঈন"** পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে লেখা আছে যে, মহানবী (সা.) ৪র্থ হিজরীর সফর মাসে হযরত মুনযের বিন আমর আনসারী (রা.)'র নেতৃত্বে সাহাবীদের একটি দল প্রেরণ করেন, যাদের প্রায় সবাই ছিলেন আনসার। তাদের সংখ্যা ছিল ৭০ জন (আর তারা) সবাই ছিলেন ক্বারী (অর্থাৎ তারা ভালোভাবে কুরআন পাঠ করতেন), যারা দিনের বেলা জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে সেই কাঠ বিক্রি করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতেন। (আর) রাতের একটি বড় অংশ ইবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করতেন। তারা যখন সেই স্থানে পৌঁছেন যা একটি কূপের কারণে বি'রে মাঊনা নামে সুপরিচিত ছিল, তখন তাদের মধ্য থেকে একজন হযরত হারাম বিন মিলহান– যিনি হযরত আনাস বিন মালেকের মামা ছিলেন মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে ইসলামের আমন্ত্রণ বাণী নিয়ে আমের গোত্রের নেতা **আবু বারাআ আমেরের** ভাতিজা **আমের বিন তোফায়েলের** কাছে এগিয়ে যান। অবশিষ্ট সাহাবিরা পিছনে রয়ে যান। হযরত হারাম বিন মিলহান মহানবী (সা.)-এর দূত হিসেবে যখন আমের বিন তোফায়েল এবং তার সাথীদের কাছে পৌঁছেন, তখন প্রথম দিকে তারা কপটতাপূর্ণ যত্নাত্তি করে। কিন্তু যখন তিনি আশ্বস্ত হয়ে আসন গ্রহণ করেন এবং ইসলামের বার্তা শোনাতে এবং ইসলামের তবলীগ আরম্ভ করেন, তখন তাদের কতক দুষ্কৃতিকারী কোনো একজনকে ইঙ্গিত করে আর সে সেই নিরপরাধ দূতকে পেছন দিক থেকে বর্ষার আঘাতে সেখানেই হত্যা করে। হযরত হারাম বিন মিলহান (রা.) যখন আহত হন তখন তার মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হয়েছিল, **"আল্লাহু আকবার ফুযতু ওয়া রাব্বিল কা'বাতে"** অর্থাৎ **'আল্লাহু আকবার, কাবার প্রভুর কসম!**

আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি'। আমের বিন তোফায়েল মহানবী (সা.)-এর দূতকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয় নি বরং মুসলমানদের অবশিষ্ট লোকদের ওপর আক্রমন করতে বনু আমের গোত্রের লোকদেরকে উত্তেজিত করে কিন্তু তারা এমনটি করতে অস্বীকার করে বলে, মুসলমানদের অনুকূলে আবু বারা'র নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকতে আমরা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করব না। তখন আমের বনু সুলায়েম গোত্রের বনু রি'ল, যাকওয়ান এবং উসাইয়্যা প্রমুখকে (অর্থাৎ বুখারীর হাদীস অনুসারে এরাই মহানবী (সা.)-এর কাছে দূত হিসেবে এসে বলেছিল, আমাদের কাছে কিছু লোক প্রেরণ করুন– যারা আমাদেরকে তবলীগ করবে।) নিজের সঙ্গী বানিয়ে নেয় এবং এরা সবাই মুসলমানদের এই স্বল্প সংখ্যক এবং নিরীহ জামা'তের ওপর হামলে পড়ে। মুসলমানরা যখন তাদের দিকে এই নর-পিশাচদের আসতে দেখেন তখন তারা বলেন, তোমাদের সাথে আমাদের কোনো বিবাদ নেই, আমরা কোনো ঝগড়া করতে আসি নি। আমরা তো মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে একটা দায়িত্ব নিয়ে এসেছি আর তোমাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ করার কোনই ইচ্ছা নেই। কিন্তু তারা কোনো কথার প্রতি কর্ণপাত না করে সবাইকে তরবারি দিয়ে হত্যা করে। এসব সাহাবীর মাঝে কেবল হযরত কা'ব বিন যায়েদ রক্ষা পেয়েছিলেন যিনি খোঁড়া ছিলেন, তিনি পাহাড়ে উঠে গিয়েছিলেন। (পূর্বে তার উল্লেখ হয়েছে।) অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, কাফিররা তার ওপরও আক্রমণ করেছিল, যাতে তিনি আহত হয়েছিলেন আর কাফিররা তাকে মৃত মনে করে ফেলে রেখে গিয়েছিল কিন্তু আসলে তার শ্বাস-প্রশ্বাস চলছিল আর তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন।

সাহাবীদের এই দলটির মধ্যে দু'জন অর্থাৎ হযরত আমর বিন উমাইয়া যামরী এবং হযরত মুনযের বিন মুহাম্মদ (রা.) তখন উট ইত্যাদি চরানোর জন্য নিজেদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আশেপাশে চলে গিয়েছিলেন, তারা দূর থেকে তাদের শিবিরের দিকে তাকিয়ে দেখেন, আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে, তারা এই মরুর ইঙ্গিত বা লক্ষণকে ভালোভাবে বুঝতেন, (মরুভূমিতে যখন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে বেড়ায়, এর অর্থ হলো নীচে তাদের জন্য খাবারের কোনো ব্যবস্থা আছে।) তাই তারা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেন যে, কোনো যুদ্ধ হয়েছে। ফিরে এসে অত্যাচারী কাফিরদের রক্তপাতের দুষ্কৃতি চাক্ষুস দেখতে পান। তারা দূর থেকেই এ দৃশ্য দেখে দ্রুত পরামর্শ করেন যে, এখন আমাদের কী করা উচিত। তখন একজন বলেন, এখান থেকে আমাদের যতদ্রুত সম্ভব চলে যাওয়া উচিত আর মদীনায় পৌঁছে মহানবী (সা.)-কে অবগত করা উচিত। কিন্তু দ্বিতীয়জন এই পরামর্শ গ্রহণ না করে বলেন, আমি এই জায়গা ছেড়ে কখনো পলায়ন করব না, যেখানে আমাদের আমীর মুনযের বিন আমর শহীদ হয়েছেন সেখানেই আমরা যুদ্ধ করব। অতএব, তিনি এগিয়ে যান এবং যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেন। **{হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) রচিত 'সীরাত খাতামান্ নবীঈন, পৃ: ৫১৮-৫১৯)** অর্থাৎ মুনযের বিন মুহাম্মদের কথা হচ্ছে, যিনি উট চড়াতে গিয়েছিলেন, তিনি যখন ফিরে আসেন তখন তিনিও শত্রুর মোকাবিলা করেন আর শাহাদত বরণ করেন। এভাবে ৪র্থ হিজরীতে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

দ্বিতীয় সাহাবী হলেন, হযরত হাতেব বিন আবি বালতাআহ্ (রা.), তিনি লাখাম গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত হাতেব বিন আবি বালতাআহ্ (রা.) বনু আসাদের মিত্র ছিলেন। তাঁর ডাকনাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ্, এটিও বলা হয় যে, তাঁর ডাকনাম আবু মুহাম্মদ ছিল। হযরত হাতেব বিন আবি বালতাআহ্ (রা.) ইয়েমেনের অধিবাসী ছিলেন। হযরত আসেম বিন উমর বর্ণনা করেন, হযরত হাতেব বিন আবি বালতাআহ্ (রা.) এবং তার দাস সা'দ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর উভয়ে হযরত মুনযের বিন মুহাম্মদ বিন উকবার কাছে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) হযরত হাতেব বিন আবি বালতাআহর (রা.) এবং হযরত রুখায়লাহ্ বিন খালেদ (রা.)'র মাঝে ভাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। আরেকটি বর্ণনায় এটিও উল্লেখ আছে, হযরত উওয়ায়েম বিন সায়েদা এবং

হযরত হাতেব বিন আবি বালতাআহ্ (রা.)'র মাঝে মহানবী (সা.) ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। হযরত হাতেব বিন আবি বালতাআহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে বদর, উহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধ সহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহানবী (সা.) তাঁকে একটা তবলীগি পত্রসহ আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ্ মুকাউকিসের কাছে প্রেরণ করেন। হযরত হাতেব (রা.) মহানবী (সা.)-এর তীরন্দাজদের একজন ছিলেন। এটিও বলা হয় যে, অজ্ঞতার যুগে কুরাইশের সর্বোত্তম অশ্বারোহী এবং কবিদের অন্যতম ছিলেন হযরত হাতেব বিন আবি বালতাআহ্ (রা.)। কেউ কেউ বলেন, হযরত হাতেব বিন আবি বালতাআহ্ (রা.) উবায়দুল্লাহ্ বিন হামীদের ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি তাঁর মনিবের সাথে চুক্তি করে মুক্তি লাভ করেছিলেন আর এই চুক্তির অর্থ তিনি মক্কা বিজয়ের দিন তার মনিবকে পরিশোধ করেছিলেন। **{উসদুল গাবা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৯১, হাতেব বিন আবি বালতাআহ্ (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ ফিকর্ থেকে ২০০৩ সনে মুদ্রিত}, (আত্ তাবাকাতুল্ কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬১, বৈরুতের দ্বার এহইয়াউত্ তারাসিল আরাবী থেকে ১৯৯৬ সনে প্রকাশিত), (আত্ তাবাকাতুল্ কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৪১, বৈরুতের দ্বার এহইয়াউত্ তারাসিল আরাবী থেকে ১৯৯৬ সনে প্রকাশিত), {আল্ ইসাবাহ ফী তামীযিস্ সাহাবাহ্, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪-৫, হাতেব বিন আবি বালতাআহ্ (রা.), বৈরুতের দ্বারুল কুতুবুল্ ইলমিয়া থেকে ১৯৯৫ সনে প্রকাশিত}** হযরত উম্মে সালমা বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমার কাছে বিয়ের যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন (তার স্বামীর ইন্তেকালের পর) তা হযরত হাতেব বিন আবি বালতাআহ্ (রা.)'র মাধ্যমেই পাঠিয়েছিলেন। **(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল জানায়েয, বাবু মা ইউকালু ইনদাল্ মুসীবাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৮০, হাদীস নংঃ ১৫১৬ নূর ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনূদিত)**

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) হযরত হাতেব বিন আবি বালতাআহ্ (রা.)'র কাছে শুনেছেন, তিনি বলতেন, মহানবী (সা.) উহুদের দিন আমার দিকে দৃষ্টি দেন, যুদ্ধের পর অবস্থা যখন কিছুটা ভালো হয় তখন তিনি নিকটে আসেন। মহানবী (সা.) কষ্টের মাঝে ছিলেন। হযরত আলী (রা.)'র হাতে পানির পাত্র ছিল আর মহানবী (সা.)-সেই পানি দ্বারা তাঁর মুখমণ্ডল ধৌত করছিলেন। তখন হযরত হাতেব তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার সাথে এমনটি কে করেছে? মহানবী (সা.) বলেন, উতবা বিন আবী ওয়াক্কাস আমার চেহারায় পাথর মেরেছে। হযরত হাতেব (রা.) বলেন, আমি পাহাড়ে এই আওয়াজ শুনেছিলাম যে, মহানবী (সা.)-কে হত্যা করা হয়েছে আর সেই আওয়াজ শুনে আমি এমন অবস্থায় এখানে ছুটে এসেছি যেন আমার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবার উপক্রম, আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। (আর) মনে হচ্ছিল, আমার দেহে প্রাণ নেই। হযরত হাতেব (রা.) এরপর মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, উতবা কোথায়? তিনি (সা.) এক দিকে ইঙ্গিত করেন বলেন, ঐদিকে। হযরত হাতেব (রা.) তার দিকে যান, সে কোথাও আত্মগোপন করেছিল, তাসত্ত্বেও তিনি তাকে পরাস্ত করতে সক্ষম হন। হযরত হাতেব (রা.) তরবারীর আঘাতে তার শিরোচ্ছেদ করেন। এরপর তিনি তার মাথা এবং বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম এবং ঘোড়াটি মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.) সেসব সামগ্রী হযরত হাতেবকে দিয়ে দেন এবং তার জন্য দোয়া করেন। তিনি (সা.) বলেন, **"আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।"** (দু'বার উচ্চারণ করেন।) **(আস্ সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী, জিমাউ আবওয়াবিল আনফাল্ বাবুস্ সালাবা লিলকাতিল, হাদীস নংঃ ১৩০৪১, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৫০৪, মকতুবাতুর রুশদ থেকে ২০০৪ সনে মুদ্রিত)**

৩০ হিজরীতে ৬৫ বছর বয়সে হযরত হাতেব বিন আবি বালতাআহ্ (রা.) ইন্তেকাল করেন। হযরত উসমান (রা.) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। **(আত্ তাবাকাতুল্ কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬১, বৈরুতের দ্বার এহইয়াউত্ তারাসিল আরাবী থেকে ১৯৯৬ সনে প্রকাশিত)** মুকাউকাসের কাছে প্রেরিত মহানবী (সা.)-এর পত্রের বিস্তারিত বর্ণনায় হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন, এটি ছিল রাজা-বাদশাহ্দের কাছে প্রেরিত তৃতীয় পত্র। **{হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ রচিত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.), পৃঃ ৮১৮}** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)

বর্ণনা করেন, এটি ছিল চতুর্থ পত্র। **(দীবাচাহ্ তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল্ উলূম, ২০তম খণ্ড, পৃ: ৩২১)** যাহোক, রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজা-বাদশাহ্দের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রগুলোর একটি ছিল মিশরের গভর্নর মুকাউকাসের নামে লেখা। সে রোমান সম্রাটের অধীনে মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ার গভর্নর অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে শাসক ছিল এবং রোমান সম্রাটের ন্যায় খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী ছিল। তার ব্যক্তিগত নাম ছিল **জুরায়েজ বিন মীনা** আর সে এবং তার প্রজারা ছিল কিবতী জাতির সাথে সম্পর্ক রাখতো। এই পত্রটি তিনি (সা.) তাঁর সাহাবী হাতেব বিন আবি বালতাআহ্ (রা.)'র হাতে পাঠিয়েছেন আর এই পত্রের ভাষ্য ছিল,

بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط: سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعوة الإسلام. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

(উচ্চারণ: বিসমিল্লাহির রহামানির রহীম। মিন মুহাম্মাদিন আবদিল্লাহি ওয়া রসূলিহী ইলাল মুকাওকাসি আযীমিল কিবতি। সালামুন আলা মানিত্তাবায়াল হুদা। আম্মা বা'দু ফাইন্নী আদঊকা বিদিআয়াতিল্ ইসলামি আসলিম তুসলাম ইউতিকাল্লাহু আজরাকা মার্‌রাতাইনি। ফাইন তাওয়াল্লাইতা ফাআলাইকা ইসমুল কিবতি। ইয়া আহলাল্ কিতাবি তাআলাও ইলা কালিমাতিন সাওয়াইম বাইনানা ওয়া বাইনাকুম আল্লা না'বুদা ইল্লাল্লাহা ওয়ালা নুশরিকা বিহী শাইয়ান ওয়ালা ইয়াত্তাখিযা বা'যুনা বা'যান আরবাবাম্ মিন দূনিল্লাহি ফাইন তাওয়াল্লাও ফাকূলূশ্হাদূ বিআন্না মুসলিমূন)

অর্থাৎ, **"আমি আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি, যিনি অযাচিত দানকারী এবং কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদানদাতা। এই পত্র খোদার বান্দা এবং তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর পক্ষ থেকে কিবতীদের প্রধান মুকাউকাসের নামে প্রেরিত হচ্ছে। সেই ব্যক্তির প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক যে সত্য গ্রহণ করে। পর সমাচার, হে মিশরের গভর্নর! আমি আপনাকে ইসলামের সত্যতার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। মুসলমান হওয়ার মাধ্যমে আপনি ঐশী নিরাপত্তার ছায়ায় আসুন, কেননা এখন এটিই একমাত্র মুক্তির পথ। আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দিবেন। কিন্তু আপনি যদি মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে (আপনার নিজের পাপের পাশাপাশি) কিবতীদের পাপও আপনার স্কন্ধে বর্তাবে। হে আহলে কিতাব! সেই বাণীর দিকে আসো যা তোমাদের ও আমাদের মাঝে সমভাবে প্রযোজ্য, অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া আমরা আর কারো উপাসনা করবো না এবং কোনোভাবেই আমরা আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবো না আর আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে নিজেদের মধ্য হতে কাউকে আমাদের প্রভু এবং অভাব মোচনকারী জ্ঞান করবো না। এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তাদেরকে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয়ই আমরা সর্বাবস্থায় এক আল্লাহ্র অনুগত বান্দা।"**

এটি সেই পত্র যা তিনি (সা.) সেই গভর্নরকে প্রেরণ করেন। হাতেব বিন আবী বালতাআহ্ (রা.) আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছার পর সেখানে মুকাউকাসের প্রহরী অর্থাৎ দারোয়ানকে সাথে নিয়ে তার দরবারে উপস্থিত হন এবং মহানবী (সা.)-এর পত্র পেশ করেন। মুকাউকাস পত্রটি পাঠ করেন এবং হাতেব বিন আবী বালতাআহ্ (রা.)-কে সম্বোধন করে কিছুটা রসিকতাচ্ছলে বলেন, তোমাদের এই ব্যক্তি {অর্থাৎ মহানবী (সা.)} যদি সত্যিই আল্লাহ্র নবী হন তাহলে তিনি (এই পত্র পাঠানোর পরিবর্তে) আমার বিরুদ্ধে আল্লাহ্র কাছে এই দোয়া কেন করেন নি যে, আল্লাহ্ যেন তাকে আমার বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করে দেন {অর্থাৎ

মহানবী (সা.)-কে সেই গভর্নরের বিরুদ্ধে বিজয়ী করেন} তখন হযরত হাতেব (রা.) উত্তরে বলেন, তোমার এই আপত্তি যদি সঠিক হয় তাহলে এই আপত্তি হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্যও প্রযোজ্য যে, তিনি কেন তাঁর বিরোধীদের বিরুদ্ধে এ ধরণের দোয়া করেন নি? পুনরায় হাতেব (রা.) মুকাউকাসকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, আপনি ঠাণ্ডা মাথায় গভীরভাবে চিন্তা করুন, কেননা ইতঃপূর্বে আপনার এই দেশ মিশরেই এমন এক ব্যক্তি (অর্থাৎ ফেরাউন) অতিবাহিত হয়েছে, যে দাবি করত যে, সে–ই সারা পৃথিবীর প্রভু–প্রতিপালক এবং সর্বোচ্চ শাসনকর্তা। এজন্য আল্লাহ্ তা'লা তাকে এমনভাবে পাকড়াও করেন যে, সে পূর্বাপর সবার জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শনে পরিণত হয়। অতএব, আমি আপনাকে আন্তরিকভাবে নিবেদন করবো, অন্যদের পরিণতি দেখে শিক্ষা গ্রহণ করুন কিন্তু এমন যেন না হয় যে, আপনার পরিণতি দেখে অন্যরা শিক্ষা গ্রহণ করবে। গভর্নর যখন দেখেন যে, এমন সাহসের সাথে কথা বলছে তখন তিনি বলেন, কথা হলো; আগে থেকেই আমরা একটি ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি তাই যতক্ষণ পর্যন্ত এর চেয়ে উত্তম ধর্ম না পাবো আমরা এটি পরিত্যাগ করতে পারি না অর্থাৎ খ্রিষ্টধর্ম পরিত্যাগ করতে পারি না। হযরত হাতেব (রা.) উত্তরে বলেন, ইসলাম হলো সেই ধর্ম যা অন্য সকল ধর্ম থেকে অমুখাপেক্ষিতা দান করে। (এটি শেষ ধর্ম আর এর মাঝে সব ধর্মের সমাহার ঘটেছে) কিন্তু ইসলাম আপনাকে হযরত ঈসা (আ.)-এর ওপর ঈমান আনতেও বাধা দেয় না বরং সকল সত্য নবীর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দেয়। আর হযরত মূসা (আ.) যেভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর সুসংবাদ দিয়েছিলেন একইভাবে হযরত ঈসা (আ.) আমাদের নবী (সা.)-এর (আগমনের) শুভসংবাদও দিয়েছেন। এই উত্তর শুনে মুকাউকাস কিছুটা চিন্তামগ্ন হয়ে নীরব হয়ে যান। কিন্তু এরপর অন্য আরেকটি অধিবেশনে যেখানে বড় বড় পাদ্রিরাও উপস্থিত ছিল সেখানে মুকাউকাস হযরত হাতেব (রা.)-কে পুনরায় বলেন, আমি শুনেছি তোমাদের নবীকে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। অতএব, তোমাদের নবীকে যখন নিজের দেশ মক্কা থেকে বিতাড়িত করা হয় তখন তিনি তাঁর বহিস্কারকারীদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করেন নি যার ফলে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হতো আর নবী (নিজে) নিরাপদ থাকতেন। হযরত হাতেব (রা.) একথা শুনে সেই গভর্নরকে উত্তর দেন, আমাদের নবী তো কেবল দেশান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছিলেন কিন্তু আপনাদের মসীহ্কে তো ইহুদীরা ধরে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যাই করতে চেয়েছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তার বিরোধীদের বিরুদ্ধে অভিশাপ দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করতে পারেন নি। এ উত্তর শুনে মুকাউকাস প্রভাবিত হন এবং বলেন, নিঃসন্দেহে তুমি একজন বুদ্ধিমান মানুষ আর এক প্রজ্ঞাবান মানুষের পক্ষ থেকে দূত হয়ে এসেছো। এরপর তিনি বলেন, আমি তোমাদের নবী সম্পর্কে প্রণিধান করেছি, আমি মনে করি সত্যিই তিনি কোনো অপছন্দনীয় বিষয়ের শিক্ষা দেন নি আর কোনো ভালো কাজ করতে বারণ করেন নি। এরপর তিনি মহানবী (সা.)-এর পত্রটি সসম্মানে একটি গজদন্তের বাক্সে রেখে সেটি মোহরাঙ্কিত এবং সেটি সুরক্ষার জন্য নিজের বাড়ির একজন বিশ্বস্ত মেয়ের হাতে হস্তান্তর করেন। মোটকথা, এই পত্রের প্রতি তিনি সম্মানজনক ব্যবহার করেছেন। এরপর মুকাউকাস তার এক আরবী ভাষী লেখককে ডেকে মহানবী (সা.)-এর নামে একটি পত্র লেখান আর পত্র লিখিয়ে তা হযরত হাতেব (রা.)'র হাতে তুলে দেন। সেই পত্রে বর্ণিত ভাষ্যের অনুবাদ হলো,

"আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি যিনি রহমান ও রহীম। এই পত্রটি কিবতীদের নেতা মুকাউকাসের পক্ষ থেকে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ (সা.)-এর নামে লেখা হলো। আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আপনার পত্র এবং আপনার (বক্তব্যের) মর্ম বুঝতে পেরেছি আর আপনার আহ্বানের বিষয়ে প্রণিধান করেছি। আমি অবশ্যই জানতাম, একজন নবী আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন কিন্তু আমার ধারণা ছিল তার জন্ম হবে সিরিয়ায় (আরবে নয়)। আর আমি আপনার দূতের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করেছি এবং তার সাথে আমি দু'জন মেয়েকে পাঠাচ্ছি, যারা কিবতীদের মাঝে অনেক বড় মর্যাদার অধিকারিনী। এরা অনেক সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। এছাড়া আমি কিছু কাপড়ও পাঠাচ্ছি আর আপনার বাহন (হিসেবে ব্যবহারের জন্য) একটি খচ্চরও পাঠাচ্ছি। ওয়াস্‌সালাম। এরপর রয়েছে তার স্বাক্ষর।

এই পত্র থেকে সুস্পষ্ট যে, মিশরের বাদশাহ্ মুকাউকাস মহানবী (সা.)-এর দূতের সাথে সম্মানজনক আচরণ করেছেন এবং মহানবী (সা.)-এর আহ্বানের প্রতি কিছুটা আগ্রহও দেখিয়েছেন, কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি। অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, খ্রিষ্টধর্মে-বিশ্বাসী অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়। তার আলোচনার ধরণ থেকে এটিও বুঝা যায় যে, ধর্মীয় বিষয়ে নিঃসন্দেহে তিনি আগ্রহ প্রদর্শন করতেন কিন্তু এ বিষয়ে যতটা আন্তরিক হওয়ার প্রয়োজন তা তার মাঝে ছিল না। এজন্যই বাহ্যত তিনি সম্মানজনক আচরণ প্রদর্শন করলেও মহানবী (সা.)-এর আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারে নি।

মুকাউকাস যে দু'জন মেয়েকে পাঠিয়েছিলেন তাদের একজনের নাম ছিল মারিয়া এবং অপরজনের নাম ছিল সিরীন আর তারা উভয়ে বোন ছিলেন। মুকাউকাস যেভাবে তার পত্রে লিখেছিলেন, তারা কিবতী জাতির সদস্যা ছিলেন আর এটি সেই জাতি, স্বয়ং মুকাউকাসও এই জাতির মানুষ ছিলেন আর এই মেয়েরা সাধারণ মানুষ ছিলেন না বরং মুকাউকাসের নিজের লেখা অনুসারে কিবতী জাতির মাঝে তারা খুবই সম্ভ্রান্ত ছিলেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন, সত্যিকার অর্থে মনে হয়, মিশরীয়দের মাঝে এটি পুরোনো রীতি ছিল যে, যাদের সাথে তারা সম্পর্ক ঘনিষ্ট করতে চায় এমন সম্মানিত অতিথিদেরকে নিজ বংশ বা জাতির সম্মানিত মেয়েদেরকে বিয়ের উদ্দেশ্যে উপহার দিতো। তিনি (রা.) লিখছেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.) যখন মিশর যান তখন মিশরের প্রধান তাঁকেও একজন সম্ভ্রান্ত মেয়ে অর্থাৎ হযরত বিবি হাজেরাকে বিয়ের জন্য উপহার দেন, যিনি পরবর্তীতে হযরত ইসমাইল (আ.) এবং তাঁর মাধ্যমে বহু আরব গোত্রের মা হয়েছেন। যাহোক, মুকাউকাসের প্রেরিত মেয়েরা মদীনায় পৌঁছার পর স্বয়ং মহানবী (সা.) হযরত মারিয়া (রা.)-কে বিয়ে করেন এবং তার বোন সিরীনকে আরবের প্রসিদ্ধ কবি হাস্‌সান বিন সাবেত (রা.)'র সঙ্গে বিয়ে দেন। হযরত মারিয়া (রা.) হলেন সেই আশিসমণ্ডিত নারী যার গর্ভে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র পুত্র হযরত ইব্রাহীম জন্মগ্রহণ করেন, যিনি খুব সম্ভব মহানবী (সা.)-এর নবী জীবনের একমাত্র সন্তান ছিলেন। একথাও এখানে উল্লেখের দাবি রাখে যে, মদীনায় পৌঁছার পূর্বেই এই মেয়েদ্বয় হযরত হাতেম বিন আবি বালতাআহ্ (রা.)'র তবলীগে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন।

এ সময় যে খচ্চরটি মহানবী (সা.)-এর কাছে উপহার হিসেবে এসেছিল তা ছিল সাদা রঙের, মহানবী (সা.) প্রায় সময় এতে আরোহণ করতেন আর তিনি এই খচ্চরে চড়েই তিনি হুনাইনের যুদ্ধে গিয়েছিলেন। **(হযরত মীর্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.) রচিত সীরাত খাতামান্**

নবীঈন (সা.), পৃঃ ৮১৮-৮২১) মুকাউকাস'কে যে পত্র লেখা হয়েছিল, সে সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অতিরিক্তি যা বলেন তা হলো, এই পত্রটি হুবহু তাই যা রোমান সম্রাটকে লেখা হয়েছিল (একই ধরণের পত্র, শব্দাবলীও তদ্রুপ ছিল) পার্থক্য শুধু এতটুকু, তাতে লেখা ছিল তুমি যদি না মানো তাহলে রোমীও সাধারণ মানুষের পাপও তোমার স্কন্ধে বর্তাবে আর এতে লেখা ছিল, কিবতীদের পাপের বোঝা তোমার ওপর বর্তাবে। হযরত হাতেব (রা.) যখন মিশর পৌঁছেন, তখন মুকাউকাস রাজধানীতে ছিলেন না বরং আলেকজান্দ্রিয়ায় ছিলেন। হাতেব (রা.) আলেকজান্দ্রিয়ায় যান, যেখানে বাদশাহ্ সমুদ্র সৈকতে একটি আসর বসিয়েছিলেন। (হয়তো এটি কোন দ্বীপ হবে)। হাতেব (রা.)ও একটি নৌকায় চড়ে সেই স্থানে পৌঁছেন। চতুষ্পার্শ্বে যেহেতু পাহারা ছিল, তাই দূর থেকে পত্র উঁচিয়ে তিনি ডাকতে আরম্ভ করেন (তখন) বাদশাহ্ নির্দেশ দেন যে, এই ব্যক্তিকে আসতে দেয়া হোক এবং তার দরবারে উপস্থাপন করা হোক।

এরপর তিনি (রা.) এটিও লিখেছেন যে, হযরত হাতেব (রা.) মুকাউকাস'কে একথাও বলেছেন যে, খোদার কসম! হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে হযরত মূসা (আ.) সেভাবে সংবাদ দেন নি যেভাবে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) সম্পর্কে হযরত ঈসা (আ.) দিয়েছেন আর আমরা আপনাকে সেভাবে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দিকে আহ্বান করছি যেভাবে আপনারা ইহুদীদেরকে ঈসার দিকে আহ্বান করেন। এরপর বলেন, প্রত্যেক নবীর একটি উম্মত হয়ে থাকে আর উম্মতের জন্য আবশ্যক হলো তাঁর আনুগত্য করা। অতএব, আপনি যেহেতু এই নবীর যুগ পেয়েছেন, যাঁকে আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র বিশ্বের জন্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন তাই তাঁকে গ্রহণ করা আপনার জন্য আবশ্যক আর আমাদের ধর্ম আপনাকে ঈসার অনুসরণ করতে বারণ করে না বরং আমরা অন্যদেরও নির্দেশ দেই, তারা যেন ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনে। **(দীবাচাহ্ তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলূম, বিংশ খণ্ড, পৃঃ ৩২২)** তাঁরা এমন মানুষ ছিলেন, যাঁরা পরম সাহস ও প্রজ্ঞার সাথে তবলীগের দায়িত্ব পালন করতেন, কেউ শাসক হোক বা গভর্নর বা বাদশাহ্ই হোক না কেন, কখনো কারো সামনে তাঁরা ভয় পান নি।

এরপর মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে এক মহিলার পত্র নিয়ে যাওয়া সংক্রান্ত যে ঘটনা পাওয়া যায়, এখানেও হাতেব বিন আবী বালতাআহ্ (রা.)ই ছিলেন যিনি সেই মহিলার হাতে মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে পত্র পাঠিয়েছিলেন এবং মহানবী (সা.)-এর আগমনের সংবাদ দিয়েছিলেন। অতএব রেওয়ায়েতে এসেছে, মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে যখন সৈন্যদল নিয়ে যাত্রা করেন, তখন তাঁর এক সাহাবী হযরত হাতেব বিন আবী বালতাআহ্ (রা.) মক্কার কুরাইশদের কাছে এক মহিলার হাতে পত্র প্রেরণ করেন। হযরত সৈয়্যদ যয়নুল আবেদীন শাহ্ সাহেব বুখারীর ভাষ্যে লিখেছেন যে, এই ঘটনার বিশদ বর্ণনার পূর্বে ইমাম বুখারী কুরআনের এই আয়াত لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ লিপিবদ্ধ করেছেন। অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আমার শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে কখনো বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। হযরত আলী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন; মহানবী (সা.) আমাকে, যুবায়েরকে এবং মিকদাদ বিন আসওয়াদকে প্রেরণ করেন আর বলেন, তোমরা যাত্রা করো, **'রওযায়ে খাখ'** নামক স্থানে যখন পৌঁছবে সেখানে উষ্ট্রারোহী এক নারীকে দেখবে, যার কাছে একটি পত্র রয়েছে, তার কাছ থেকে সে পত্র নিয়ে নিবে। আমরা যাত্রা করি, আমাদের ঘোড়া

আমাদেরকে দ্রুতগতিতে সেখানে নিয়ে যায়। **'রওযা খাখ'**-এ পৌঁছে আমরা দেখি যে, সেখানে একজন উষ্ট্রারোহী নারী আছে। আমরা তাকে বললাম, পত্র বের করো। সে বলে, আমার কাছে কোনো পত্র নেই। আমরা বললাম, পত্র তোমাকে বের করতেই হবে, নতুবা আমরা তোমার কাপড় খুলে তল্লাশী করবো। তখন সে তার খোঁপা থেকে পত্রটি বের করে আর আমরা সেই পত্র মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসি। আমরা দেখি, তাতে লেখা ছিল হাতেব বিন আবী বালতাআহ্'র পক্ষ থেকে মক্কাবাসী মুশরিকদের নামে পাঠানো হচ্ছে, তিনি মহানবী (সা.)-এর কোনো অভিযানের সংবাদ তাদেরকে দিচ্ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত হাতেব বিন আবী বালতাআহ্কে ডেকে পাঠান এবং জিজ্ঞেস করেন, হাতেব এটি কি? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমার সম্পর্কে তড়িঘড়ি কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন না। আমি কুরাইশ না হয়েও তাদের সাথে মিলিত হয়েছিলাম। অন্যান্য মুহাজির, যারা আপনার সাথে এসেছে, তাদের মক্কায় আত্মীয়তা রয়েছে, যাদের মাধ্যমে তারা তাদের বাড়িঘর এবং ধনসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছে। মক্কাবাসীদের প্রতি আমি কোনো অনুগ্রহ করতে চেয়েছিলাম, কেননা তাদের সাথে আমার কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল না, হয়তো এই অনুগ্রহের কারণেই তারা আমার প্রতি অনুগ্রহ করবে। এছাড়া আমি কাফির বা মুরতাদ হয়ে এমনটি করি নি। (আমি অস্বীকারও করি নি আর মুরতাদও হই নি এবং ইসলামও পরিত্যাগ করি নি আর আমি মুনাফিকও নই, এসব উদ্দেশ্যে আমি একাজ করি নি।) ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী কখনো পছন্দ করা যেতে পারে না। (আমি আপনাকে নিশ্চিত করছি)। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, সে তোমাদের সাথে সত্য বলেছে। হযরত উমর (রা.) ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমাকে এই মুনাফিকের শিরোচ্ছেদ বা হত্যা করার অনুমতি দিন। মহানবী (সা.) বলেন, সে তো বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিল, তুমি কি জানো না; বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের হৃদয়কে আল্লাহ্ তা'লা দেখেছেন এবং তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন, তোমরা যা চাও করো; আমি তোমাদের পাপ ঢেকে দিয়েছি। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাব আল্ জাসুস, হাদীস নং: ৩০০৭, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা –সৈয়দ যয়নুল আবেদীন ওয়ালীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ: ৩৫০-৩৫২, নাযারাতে এশা'আত, রাবওয়াহ্ কর্তৃক প্রকাশিত)**

বুখারী শরীফের আরেকটি হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত ওয়ালীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব লিখেন, অন্য একটি হাদীসে এই মহিলাকে মুশরিকা আখ্যা দেয়া হয়েছে, আর তার পশ্চাদ্ধাবন গিয়েছিলেন হযরত আলী, হযরত আবু মারসাদ গানভী এবং হযরত যুবায়ের (রা.)। এভাবে লেখা রয়েছে যে, সেই মহিলা তার উটে চড়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। পত্র লুকানো সম্পর্কে অন্য রেওয়ায়েতে লেখা আছে, যখন সে আমাদেরকে নাছোড় দেখে তখন সে তারা কোমরে বাঁধা চাদর থেকে পত্র বের করে আমাদের হাতে দেয়, (এরপর) সেই মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই।

হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এ ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এবং মু'মিনদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আমাকে তার শিরোচ্ছেদ করার অনুমতি দিন। মহানবী (সা.) বলেন, সে কি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের একজন নয়? (অর্থাৎ হযরত হাতেব বিন আবী বালতাআহ্)। তিনি (সা.) বলেন, আশা করি আল্লাহ্ তা'লা বদরবাসীদের বিষয়ে অবগত তাই বলেছেন, তোমরা যা ইচ্ছা করো, তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত। অথবা বলেছেন, আমি তোমাদের দুর্বলতা ঢেকে দিয়ে তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। একথা

শুনে হযরত উমর (রা.)'র চোখ থেকে অশ্রুধারা বইতে আরম্ভ করে আর তিনি বলতে থাকেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল ভালো জানেন। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব ফাযলু মান শাহেদা বাদরান, হাদীস নং: ৩৯৮৩, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা –হযরত সৈয়্যদ যয়নুল আবেদীন ওয়ালীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব, অষ্টম খণ্ড, পৃ: ৫৩-৫৫, নাযারাতে এশা'আত, রাবওয়াহ্ কর্তৃক প্রকাশিত)**

হযরত আবু বকর (রা.)ও হযরত হাতেব (রা.)-কে মিশরে মুকাউকাসের কাছে প্রেরণ করেছিলেন আরেকটি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। হযরত আমর বিন আ'স (রা.)'র মিশরে আক্রমন করা পর্যন্ত উভয় পক্ষের মাঝে (এ চুক্তি) বহাল ছিল। **{আল্ ইস্তিআব, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৩৭৬, হাতেব বিন আবি বালতাআহ্ (রা.), বৈরুতের দ্বারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে মুদ্রিত}**

হযরত হাতেব (রা.) সম্পর্কে এসেছে, হযরত হাতেব (রা.) সুন্দর-সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন, হালকা শ্মশ্রুবিশিষ্ট ছিলেন, গ্রীবা কিছুটা ঝুঁকে থাকতো আর কিছুটা খর্বাকৃতির এবং তার হাতের আঙ্গুলগুলো ছিল মোটা।

হযরত ইয়াকূব বিন উতবা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হযরত হাতেব বিন আবী বালতাআহ্ (রা.) তার মৃত্যুকালে চার হাজার দিরহাম এবং দিনার রেখে যান। তিনি খাদ্যশস্য ইত্যাদির ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি তাঁর সম্পত্তি মদীনায় রেখে যান। **(আত্ তাবাকাতুল্ কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৬১, বৈরুতের দ্বার এহ্ইয়াউত্ তারাসিল আরাবী হতে ১৯৯৬ সনে মুদ্রিত}** হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার হযরত হাতেব (রা.)'র ক্রীতদাস মহানবী (সা.)-এর কাছে নিজের মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আসে। ক্রীতদাস বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! হাতেব অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। (তাকে হয়তো কোনো বকাঝকা করে থাকবেন) তখন মহানবী (সা.) বলেন, তুমি মিথ্যা বলেছ, সে আদৌ জাহান্নামে যাবে না, কেননা সে বদর এবং হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিল। **{সুনান তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকেব, বাব ফিমান সাব্বা আসহাবান নবীয়্যি (সা.), হাদীস নং: ৩৮৬৪}**

যেমনটি বলা হয়েছে যে, হযরত হাতেব (রা.) ব্যবসায়ী ছিলেন, তিনি বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রি করতেন। বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রি এবং মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত ইসলামী যে শিক্ষা রয়েছে, তা কী? এর উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁর {হাতেব (রা.)'র} বরাতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, **"মহানবী (সা.)-এর যুগ থেকে পবিত্র মদীনায় বিভিন্ন জিনিসের মূল্য নির্ধারণের নিয়ন্ত্রণ ইসলামী রাষ্ট্রের হাতে ছিল। (অর্থাৎ, বাজারে বিভিন্ন জিনিসপত্রের মূল্য নির্ধারণ করতো ইসলামী রাষ্ট্র।) যেমনটি বিভিন্ন হাদীসে এসেছে, হযরত উমর (রা.) একবার মদীনার বাজারে ঘোরাফেরার সময় লক্ষ্য করেন, এক ব্যক্তি (অর্থাৎ হাতেব বিন আবী বালতাআহ্) আল্ মুসাল্লা নামক বাজারে দুই বস্তা শুকনো আঙ্গুর বা কিসমিস নিয়ে বসে ছিলেন।** (শুষ্ক আঙ্গুরও বলতে পারেন আবার কোথাও কিসমিসও লেখা রয়েছে।) **হযরত উমর (রা.) তার কাছে দাম জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এক দিরহামে দুই মুদ।** (দুই মুদের দাম এক দিরহাম।) **এই মূল্য বা দাম বাজারের সাধারণ দরের তুলনায় সস্তা ছিল। তখন হযরত উমর (রা.) তাকে বাড়িতে গিয়ে বিক্রি করার নির্দেশ দেন, কেননা এটি অনেক সস্তা ছিল। কিন্তু তিনি বাজারে এত সস্তা দামে বিক্রি করতে দেবেন না; কারণ এতে বাজারদর প্রভাবিত হবে এবং বাজারমূল্য সম্পর্কে মানুষের মাঝে কুধারণা সৃষ্টি হবে।"** বাজারের উচ্চমূল্য সম্পর্কে মানুষ বলবে, তারা আমাদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে মূল্য নিয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ফিকাহ্বিদরা এ বিষয়ে অনেক বিতর্ক করেছেন। অনেকে এমন হাদীসও উদ্ধৃত করেছেন যে, পরবর্তীতে হযরত উমর (রা.) তাঁর

এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাহার করেছিলেন। যাহোক, এটি সত্য কথা যে, মোটের ওপর ফিকাহ্‌বিদরা হযরত উমর (রা.)'র মতামতকে একটি আমলযোগ্য নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তারা লিখেছেন, ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করা (বাজারদর নির্ধারণ করা) নতুবা জাতির চরিত্র ও সততায় ভিন্নতা দেখা দিবে। কিন্তু এ বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত যে, এখানে সেসব সামগ্রীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা বাজারে আনা হয় (এনে খোলা বাজারে বিক্রি করা হয়।) যেসব জিনিস বাজারে আনা হয় না এবং ব্যক্তিগত জিনিস হয়ে থাকে, সেগুলোর উল্লেখ এখানে নেই। অতএব, যেসব জিনিস বাজারে এনে বিক্রি করা হয় সেগুলো সম্পর্কে ইসলামের স্পষ্ট নির্দেশ হলো, একটি মূল্য নির্ধারিত হওয়া উচিত (দাম নির্ধারিত হওয়া উচিত) যেন কোনো ব্যবসায়ী মূল্য কম-বেশি করতে না পারে। অতএব কোনো কোনো আসার ও হাদীস ফিকাহ্‌বিদরা লিখেছেন যাতে এর সমর্থন রয়েছে। **{খুতবাতে মাহমুদ (রা.), ১৯তম খণ্ড, পৃ: ৩০৭-৩০৮, খুতবা জুমুআ, ১০ জুন, ১৯৩৮}**

সরকারী ব্যবস্থাপনার অধীনে চারণভূমি এবং সেখানে পানির জন্য কূপ খনন করানোও ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। মহানবী (সা.) একবার এ কাজও হযরত হাতেব (রা.)-কে দিয়ে করিয়েছিলেন। অতএব এ সম্পর্কে রেওয়ায়েতে এসেছে, "বনু মুস্তালিকের (যুদ্ধ) থেকে ফেরার পথে মহানবী (সা.) **'নাকী'** নামক স্থান অতিক্রম করার সময় একটি বিস্তীর্ণ এলাকা এবং ঘাস দেখতে পান। অনেক বিস্তৃত এলাকা ছিল আর সর্বত্রই ছিল সবুজ শ্যামলের সমারোহ, এছাড়া অনেক কূপও ছিল। সেখানকার পানিও ভালো ছিল। তিনি (সা.) এসব কূপের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁকে বলা হয়, হে আল্লাহ্‌র রসূল! পানি তো খুবই সুপেয় কিন্তু আমরা যখন এসব কূপের প্রশংসা করি তখন এগুলোর পানি কমে যায় আর কূপ শুকিয়ে যায়। এ কথা শুনে মহানবী (সা.) হযরত হাতেব বিন আবী বালতাআহ্ (রা.)-কে একটি কূপ খননের নির্দেশ দেন। সেই সাথে তিনি (সা.) **'নাকী'**র এই স্থানকে চারণভূমি বানানোর নির্দেশ দেন। অর্থাৎ সরকারী এই চারণভূমি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার অধীনে থাকবে। হযরত বেলাল বিন হারেস মুযানীকে এর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। হযরত বেলাল তখন নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি এই জমির কতটুকু অংশকে চারণক্ষেত্র বানাবো? অনেক বিস্তীর্ণ এলাকা ছিল। কতটুকু অংশকে সরকারী চারণভূমি বানানো হবে? মহানবী (সা.) বলেন, সূর্য উদিত হওয়ার পর একজন বজ্রকণ্ঠের মানুষকে দাঁড় করাও অর্থাৎ তাকে মুকাম্মাল নামী যে ছোট্ট পাহাড়টি ছিল তার ওপর দাঁড় করাও, এরপর যতদূর তার (গলার) আওয়াজ যাবে ততটুকু অংশকে মুসলমান মুজাহিদদের ঘোড়া ও উটের জন্য চারণভূমি বানিয়ে দাও। (এটিও তাদের একটি রীতি ছিল, ফুট বা মাইলের কথা হচ্ছে না। যতদূর পর্যন্ত আওয়াজ বা শব্দ পৌঁছবে এর শেষপ্রান্তের বিভিন্ন কোণায় লোকদের দাঁড় করাও আর তা-ই হবে এই চারণভূমির সীমানা। আর এটি মুসলমান মুজাহিদদের ঘোড়া ও উটের জন্য চারণভূমি হবে, যার মাধ্যমে তারা জিহাদ করবে। এটি বায়তুল মাল ও সরকারী চারণভূমি এবং যুদ্ধে যোগদানকারী মুজাহিদদের ঘোড়া ও উট এখানে চরে বেড়াবে।) তখন হযরত বেলাল নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! মুসলমানদের সাধারণ পশুপাল চরানো সম্পর্কে কী নির্দেশ? (মুসলমানদের অনেক সাধারণ পশুপাল রয়েছে, উন্মুক্ত মাঠে এবং চারণভূমিতে সেগুলো চরে থাকে, এ সম্পর্কে আপনার মতামত কী? আপনার নির্দেশ কী?) তিনি (সা.) বলেন, সেগুলো এতে প্রবেশ করবে না, এটি কেবল তাদের জন্য যারা

জিহাদের উদ্দেশ্যে নিজেদের উট এবং ঘোড়া প্রস্তুত করছে। হযরত বেলাল (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সেসব দুর্বল নারী-পুরুষ যাদের কাছে স্বল্প সংখ্যক ছাগল-ভেড়া রয়েছে, তারা সেগুলো একস্থান থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা রাখে না (খুবই কম সংখ্যক দরিদ্র মানুষ আছে, যারা কয়েকটি ছাগল ভেড়া লালন-পালন করে আর দূরে নিয়ে যাওয়া তাদের জন্য দুষ্কর অথবা অন্য কোথাও যেতে পারে না। এদের মাঝে দুর্বল, বৃদ্ধ এবং নারীও রয়েছে; তাদের সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?) তখন মহানবী (সা.) বলেন, এদেরকে ছাড় দাও এবং ওগুলোকে চরতে দাও। **(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৫২-৩৫৩, গাযওয়ায়ে বনী মুস্তালিক, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৬ সনে মুদ্রিত)** এদের জন্য অনুমতি আছে। দরিদ্র, অভাবী এবং দুর্বলদের অনুমতি আছে। তারা সরকারী চারণগাহে চরাতে পারবে, জাতীয় সম্পদ কেবল জাতীয় উদ্দেশ্যেই ব্যবহার হওয়া উচিত। তবে, দরিদ্রদের যদি ব্যক্তিগত প্রয়োজন থাকে তাহলে তারা এথেকে উপকৃত হতে পারে।

হযরত হাতেব বিন আবী বালতাআহ্ (রা.)'র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে সিয়ারুস্ সাহাবা পুস্তকের রচয়িতা লিখেন, পরম বিশ্বস্ততা, অনেক বেশি হিতৈষণা ও স্পষ্টভাষিতা ছিল তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের প্রতি তিনি ছিলেন খুবই যত্নবান। আর মক্কা বিজয়ের সময় মুশরিকদের উদ্দেশ্যে তিনি যে পত্র লিখেছিলেন (এটি সেই মহিলার হাতে পাঠিয়েছিলেন, যার কথা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) তা মূলত আত্মীয়স্বজনের প্রতি যত্নবান হওয়ার আবেগ-অনুভূতিরই পরিচায়ক। কাজেই, মহানবী (সা.)ও তার এই সদিচ্ছা এবং স্পষ্টভাষিতাকে দৃষ্টিতে রেখে তাকে মার্জনা করেছিলেন বা ক্ষমা করেছিলেন। **{সিয়ারুস্ সাহাবা (রা.), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪১১-৪১২, ইসলামী ছাপাখানা হতে মুদ্রিত}**

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও এসব সাহাবীর উন্নত গুণাবলীর ধারক ও বাহক করুন এবং তাঁদের পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করতে থাকুন, আমীন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)